**জাতীয় ই-তথ্যকোষ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আইসিসি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রবিবার, ১৫ ফাল্গুন ১৪১৭, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

বাংলাদেশে ইউএনডিপি প্রধান,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় ই-তথ্যকোষ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের মাসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা শহীদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি জাতীয় চার নেতা এবং সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

নির্বাচনের পূর্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সরকার গঠনের পরে আমরা সে লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে চলেছি।

ইতোমধ্যে এসব কার্যক্রমের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। এ অগ্রগতির সঙ্গে আজ নতুন করে যুক্ত হল মানুষের জীবন-জীবিকা সম্বলিত তথ্য ও জ্ঞানভান্ডার ‘জাতীয় ই-তথ্যকোষ'।

জাতীয় ই-তথ্যকোষটি গড়ে উঠেছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে।

এই তথ্যকোষে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবাসহ জীবন-জীবিকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য জমা থাকবে।

এখন থেকে দেশের ৪,৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রসহ যেকোন স্থান থেকে সাধারণ মানুষ এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

এসব তথ্য লিখিত, ভিডিও, অডিও, এ্যানিমেশন ফরম্যাটে অত্যন্ত সহজবোধ্য করে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে যে কেউ তথ্যগুলো সহজে বুঝতে পারে এবং কাজে লাগাতে পারে।

ইতোমধ্যে মেবাইল কোম্পানিগুলোকেও বাংলায় কন্টেন্ট প্রস্ত্তত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

ডিজিটাল বাংলাদেশ হল বাংলাদেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তথ্য- প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহারের একটি রূপকল্প। এটি দিন বদলের সনদে উল্লেখিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির লাগসই প্রয়োগের একটি আধুনিক দর্শন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের এবং ‘প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত'।

সকল নাগরিকের কাছে তথ্য-সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গত বছরের জানুয়ারি মাসে আমরা বাংলাদেশের সবক'টি জেলায় ‘জেলা তথ্য বাতায়ন' উদ্বোধন করেছি। নভেম্বরে সারাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে একযোগে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়। ডিসেম্বরে সারাদেশের সকল চিনিকলে এসএমএস'র মাধ্যমে চাষীদেরকে আখ বিক্রয়ের অনুমতিপত্র বা ই-পূর্জির উদ্বোধন করেছি।

সুধিমন্ডলী,

ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলতে গেলেই সাধারণভাবে একটা সমস্যা বারবার উঠে আসে। তা হল বিদ্যুতের সমস্যা।

কিন্তু এ সমস্যা আমাদের তৈরি নয়। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে বিদ্যুতের সমস্যা পেয়েছি।

বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার ৫ বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর দেশে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়নি। বরং জোট সরকার বিদ্যুৎ খাত থেকে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে।

২০০১ সালে আমরা যখন দায়িত্ব ছেড়ে দেই তখন বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৪৩০০ মেগাওয়াট। এবার দায়িত্ব নিয়ে পেয়েছি ৩৩০০ মেগাওয়াট। অথচ ৭ বছরে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে অনেক।

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যার অনেকখানি সমাধান করেছি। ইতোমধ্যে ১১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

আগামী বছরের মধ্যে আর যাতে লোডশেডিং-এর ভোগান্তি পোহাতে না হয়, সে লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি।

আমি জানি, এখন একদিকে বোরো মওসুম এবং অন্যদিকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা চলছে।  সে কারণে কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ সমস্যা হতে পারে। আমি দেশবাসীকে এ ব্যাপারে একটু কষ্ট স্বীকার করার অনুরোধ জানাব।

গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়নে জাতীয় ই-তথ্যকোষ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য এখন সাধারণ মানুষকে টাকা-পয়সা খরচ করে বা সময় নষ্ট করে উপজেলা বা জেলা শহরে যেতে হবে না। হাতের কাছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে এসব তথ্য পাবেন।

জাতীয় ই-তথ্যকোষ আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই তথ্যকোষ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি।

জাতীয় ই-তথ্যকোষ প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি জাতীয় ই-তথ্যকোষের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....